# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর কলেজ মোড়ে গণশৌচাগার পুনরুদ্ধার

মেহেরপুরের কলেজ মোড়ে দির্ঘদিন ধরে দখলে থাকা গনশৌচাগারটি অবশেষে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সেটি উদ্ধার করা হয়। সেই সাথে পৌরসভার সকল পরিত্যাক্ত সম্পদ জন সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার চলমান কাজ সম্পর্কে মেয়র বলেন, বসবাস যোগ্য মান সম্মত মেহেরপুর গড়ার লক্ষ্যে রাস্তা ঘাট সহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। অল্পদিনে মধ্যে এই চলমান কাজ শেষ হবে। যে কাজ গুলো এখনো শুরু হয়নি সে সব কাজ যেন দ্রুত শুরু হয় সে চেষ্টা চলছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, টিআই-১ ইসমাইল, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, কার্যনির্বাহী সভাপতি সোহেল আহমেদ প্রমুখ।

মুজিবনগরে তথ্য সেবা কেন্দ্রের উঠান বৈঠক

“শেখ হাসিনার সহায়তায়, তথ্য আপা পথ দেখায়” এ শ্লোগানে মুজিবনগরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যেমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)বাস্তবায়নের লক্ষে মুজিবনগরে তথ্য সেবা কেন্দ্রের আয়োজনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্স শেখ হাসিনা মঞ্চে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

থেকে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধার বিষয় উপস্থিত সকলের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

এ সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারমান আয়ূব হোসেন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার। অনুষ্ঠানে তথ্য আপা কার্যক্রম সংক্লান্ত সকল বিষয় প্রযেক্টরের মাধ্যেমে তুলে ধরা হয়।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হ*ত্যা, মাকে জখম

কুষ্টিয়ায় মাদক কেনার টাকা দিতে অস্বীকার করায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে গলা কেটে হ*ত্যা করেছে মাদকাসক্ত এক যুবক। এ সময় নিজ মাকেও তিনি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছেন বলে জানা গেছে।
বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার হরিনারায়ণপুরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানা যায়, হরিনারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার করিম বিশ্বাসের ছেলে আওয়াল মাদকের টাকার জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করে আসছিলেন।
বুধবার সকালের দিকে মাদকের টাকার জন্য বাবা-মা ও স্ত্রীর সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করেন তিনি। টাকা দিতে অস্বকৃতি জানালে আউয়াল ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্ত্রী ও মাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। এতে স্ত্রী জাহানারা ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত মাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ মাদকাসক্ত আউয়ালকে আটক করেছে।
ইবি থানার ওসি জাহাঙ্গীর আরিফ জানান, মাদকের টাকার জন্যই এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আউয়ালকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামাইয়ের হামলায় আহত শশুরের মৃত্যু

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামাইয়ের হামলায় আহত হাবিবুর রহমান পঁচা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

বিস্তারিত আসছে……..

দামুড়হুদায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুনিয়া গ্রামে ডিএসবির তথ্যর ভিত্তিত্বে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার সকালে ডিএসবির এ এস আই আরজ গোপন সংবাদে জানতে পারে কুনিয়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে রফিকুলের ভুট্টাক্ষেতে একটি মুখ বন্ধ বস্তা পড়ে আছে।

বিষয়টি দ্রুত ডিএসবির এ এস আই আরজ ডিএসবির শাখার উদ্ধতন কর্মকর্তা সহ দামুড়হুদা মডেল থানাকে বিষয়টি অবহিত করলে। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বস্তার ভিতরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ডিএসবির এ এস আই আরজ ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

কুষ্টিয়া জিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে স্কুলের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন দি কুষ্টিয়া চেম্বার অব কর্মাসের সহ-সভাপতি ও জিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, লেখাপড়ার বিকল্প কিছু নেই। লেখাপড়ার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়ন করা সম্ভব। ভাল শিক্ষার্থীদের সব জায়গায় সুযোগ রয়েছে। মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করলে তার ফল অবশ্যই ভাল হবে। একজন শিক্ষার্থী যদি প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘন্টা মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে তাহলে সে অবশ্যই ভাল ফল পাবে। একজন শিক্ষার্থী তার নিজ দায়িত্বে লেখাপড়া করতে হবে। যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তাহলে তার ভবিষ্যৎ অবশ্যই ভাল হবে।

তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থী যদি ভাল ফলাফল করে তাহলে তার যেমন সুনাম হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও সুনাম হয়। তাই ভালো ফলাফলের জন্য মনোযোগী হয়ে পড়ালেখার আহবান জানান।

প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক মানস কুমার সাহার পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক জাকারীয়া,

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তাসফিয়া জান্নাত ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমাইয়া আজমী।

বিশেষ অতিথির ছিলেন বিদ্যুৎসাহী সদস্য মখলেচুর রহমান টিপু। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক সাইফুল ইসলাম। শেষে অতিথিরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের হাতে ফুল ও শিক্ষা উপকরণ তুলে দেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে কলেজ ছাত্রীর আত্নহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশী পাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে মাছুরা খাতুন নামের এক কলেজ ছাত্রী আত্নহত্যা করেছে।

নিহত মাছুরা খাতুন (২২) পলাশী পাড়া গ্রামের আকবর আলী মন্ডলের মেয়ে ও গাংনী ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

আজ মঙ্গলবার বিকাল তিনটার সময় নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্নহত্যা করে কলেজ ছাত্রী মাছুরা খাতুন।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, কলেজ ছাত্রী মাছুরা খাতুন মঙ্গলবার সকালে তার পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। সারাদিন সে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল।

পরে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে তাকে নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

তবে কি কারনে কলেজ ছাত্রী আত্নহত্যা করেছে তা ক্ষতিয়ে দেখা দরকার

বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পারিবারিক কলহ নাকী অন্য কোন ঘটনা তা উদঘাটন করার দাবী স্থানীয়দের।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমানকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/ আরপি

আলমডাঙ্গা লাইব্রেরি গুলোতে দেদার বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট-গাইড।

জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই জমজমাট হয়ে ওঠে সারা দেশের ছোট-বড় সব ধরনের লাইব্রেরি। ধুম পড়ে যায় নিষিদ্ধ গাইড বই বিক্রির।আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রসাশনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রত্যেকটি লাইব্রেরিতে দেদার বিক্রি করা হচ্ছে এসব বই। আর এর বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।একজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের প্রতি যেমন যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক জ্ঞান।

এই দুই জ্ঞানের সমষ্টি মিলে একজন শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠতে হবে।আর তাতেই জাতি এর সুফল ভোগ করবে, কিন্তু বর্তমানে আলমডাঙ্গার অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড বা সহায়ক বইয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।দেশের শিক্ষার্থীরা বোর্ড বইয়ের চেয়ে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে গাইড বইয়ের ওপর। তারা পাঠ্য বইয়ের প্রতি ধাবিত না হয়ে গাইড বই মুখস্থ বিদ্যার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

এতে করে মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।সৃজনশীল

পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের একমাত্র সহায়ক হওয়ার কথা পাঠ্যবই, কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র ঠিক বিপরীত। অজ্ঞ-বিজ্ঞ নির্বিশেষে অভিবাবকরা যাচাই-বাচাই না করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন গাইড বই। অপরদিকে, কিছু অসাধু শিক্ষক বিভিন্ন কোম্পানি থেকে মোটা অঙ্কের টাকা বাণিজ্য করে শিক্ষার্থীদের সেই অনুযায়ী বইয়ের লিস্ট দেয়া হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার একাধিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কোন কোম্পানির বই কিনতে হবে তার লিস্ট বা মৌখিক বলে দেয়া হচ্ছে এবং এর বাইরের অন্য কোনো কোম্পানির বই না কেনারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।কারণ তাদের প্রতিষ্ঠানে বইয়ের দেয়া লিস্ট অনুযায়ী পড়ানো হবে। এমনকি পরীক্ষায়ও হুবহু এই গাইড থেকে প্রশ্ন তুলে দেয়া হয়। তাই সকলকেই বাধ্য হয়ে কিনতে হয়।শিক্ষার্থীদের এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে যারা টাকা আত্মসাৎ করছেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষার মানোন্নয়ন বজায় রাখা সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এলাকার সুধী সমাজ।

বাহারি ও রসালো পিঠার গন্ধে মাতলো ক্যাম্পাস

দুধপুলি, গোলাপের সিরা পাকান, জামাইপিঠা, মৌসুমি সন্দেশ, পাটিসাপটা, নকশি, হৃদয় হরণ, জামাই ভাজা, সরুপিঠা, আন্দোসা, ঝিনুক পিঠা, ইলিশ চিতাও, কলাই রুটি, শাহি টুকরা, লবঙ্গ লতিকা, মালপোয়া । হরেক রকমের বাহারি ও রসালো পিঠার নাম এ গুলি।

নামগুলি শুনলেই জিভে জল আসার মত অবস্থা। নামগুলির সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির অস্তিত্ব। বিশেষ করে শীতকালে এ ধরণের পিঠা-পুলি আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করে আসছেন আমাদের মা-বোনেরা।

‘বাঙালিত্বের চর্চা হোক অন্তরে বাহিরে’ এরকম রসালো ও

ঐতিহ্যপূর্ণ পিঠাপুলি উৎসবের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার দিনব্যাপী মেহেরপুর সরকারি কলেজে হয়ে গেলে পিঠা-পুলি উৎসব।

পিঠার সাথে মিলিয়ে বাহারি নামের স্টল দিয়ে এ উৎসব অনুষ্ঠিত জয়। ষ্টলগুলির মধ্যে কাশফুল, নীলাচল, মৌবন, চন্দ্রপুলি, মায়াজাল, রসনাবিলাস, বাঙালিয়ানা,পেটুকদের আড্ডা, স্বাদে বাঙালি, ভোজনবিলাস, আইনস্টাইন পিঠা ল্যাব অন্যতম। লাঠি খেলা, সঙ্গিত পরিবেশন ও নৃত্য পিঠা-পুলি উৎসবকে আরো প্রাণবন্ত করে।

মাটির হাড়িতে কয়লার আগুনে তুষের ধোঁয়া তৈরি করে উৎসবের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম। এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সাহিত্যিক ড. গাজী রহমান।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, ৫০ বছর আগে আমারা বাঙালি উৎসব গুলো করতে পারতাম না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আমাদের এই প্রাণের উৎসব গুলো করতে পারছি। এ জন্য স্বাধীনতার সেই সূর্য সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, বাঙালির এই ঐতিহ্যপূর্ণ পিঠা উৎসবের আয়োজন করায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানায়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অয়োজনে এই উৎসব দেখে আমি অভিভূত। আগামিতে আরো বড় পরিসরে এ ধরনের উৎসব করা হবে।

পিঠা-পুলি উৎসব বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেত বলেন, আবহমান বাংলার যে সমস্ত উৎসব আমরা দেখতে পাই পিঠা উৎসব তাদের একটি। মেহেরপুর সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ২৬টি স্টল নিয়ে এই পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে।

মেপ্র/ইএম